বিশ্বাসঘাতকতার যুগে অবিচল যারা

আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী বান্দাদের ক্ষেত্রে তাঁর একটি নিয়ম হলো: ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জন্য গুপ্ত খনিগুলো উন্মোচিত হবে না, তাদের নফসগুলো পরিশুদ্ধ হবে না এবং তারা আল্লাহর নিকট থাকা কল্যাণ লাভ করবে না; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্ধারিত পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। তিনি ﷻ বলেন- {আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল। এবং আমি তোমাদের কথা-কাজ পরীক্ষা করে নেব।} [মুহাম্মদ:৩১] ধাতু নিষ্কাশনের মতো পরীক্ষার মাধ্যমে খাঁটি ও নির্ভেজাল নফসগুলো উপরে ভেসে উঠে, আর ভেজাল ও নকলগুলো নিচে পড়ে থাকে। এতে সত্যবাদীরা মিথ্যাবাদী ও মুনাফিকদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। এভাবে পরীক্ষার পর পরীক্ষা আসতে থাকে যাতে মানুষের মজবুতি পরীক্ষা করা যায়। এবং এর মাধ্যমেই মজবুতি ও দৃঢ়তার সর্বোচ্চ মাত্রা বেড়িয়ে আসে। বস্তুত আল্লাহ ﷻ এ দ্বীনের বিজয় এমন লোকদের হাতেই দান করেন যারা একনিষ্ঠ ও সবরকারী, যারা দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী, এবং যাদের হৃদয়সমূহ এ তুচ্ছ দুনিয়ার মায়াজাল ছিন্ন করে যুহুদের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত।

আর যারা দুনিয়ার খড়কুটোর জন্য হাঁপাচ্ছে, তুচ্ছ কামনা-বাসনার পিছনে দৌড়াচ্ছে এবং অলীক শান্তি-নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে বসে আছে তাদের চোখে মুজাহিদগণের বিপদাপদ পরীক্ষাগুলোকে আজাব ও শাস্তি মনে হয়। এবং তারা মনে করে নিজেদের বুদ্ধিবলে তারা এসব বিপদাপদ ও পরীক্ষা থেকে রক্ষা পেয়েছে, আর মুজাহিদগণ অপরিনামদর্শী ও বেপরোয়া কর্মকান্ডের কারণে বিপদগ্রস্থ হয়েছে। না, আল্লাহর কসম, তারা যে চোখ দিয়ে দেখে তা নিঃসন্দেহে অন্ধ। তাদের নিজেদের মনোবাসনার অন্ধকার ও তাদের নিকৃষ্ট নফসের প্রতিফলন ব্যতীত তারা আর কিছুই দেখে না সে চোখে। অন্যদিকে আল্লাহ ﷻ-এর অনুগ্রহে মুজাহিদগণ এসকল মুসিবতকে

মূল্যায়ন করেন সেভাবেই, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য ব্যাখ্যা করে গেছেন। সা‘দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘সর্বাপেক্ষা কঠিন মুসীবতের সম্মুখীন হয় কোন লোকেরা?’ তিনি বললেন: ‘‘নবীগণ, এরপর তাদের অনুরূপ যারা, এরপর তাদের অনুরূপ যারা। একজন লোক তার দ্বীনদারীর অনুপাতে পরীক্ষায় নিপতিত হয়। যদি সে তার দ্বীনে মজবুত হয় তবে তার পরীক্ষাও তুলনামূলকভাবে কঠোরতর হয়; আর যদি সে দ্বীনের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়, তবে তার পরীক্ষাও হালকা করা হয়। আর এভাবে বান্দা বিপদ-আপদে পড়তেই থাকে, যতক্ষণ না সে জমিনের উপর এমন অবস্থায় বিচরণ করে যে তার আর কোনো গুনাহ অবশিষ্ট নেই।” [সুনান আদ-দারিমী]

নবীগন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানিত সৃষ্টি হওয়া সত্তেও তারা কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাদের পরীক্ষা করা হয়েছিল তাদের শরীর, তাদের মান-মর্যাদা, তাদের পরিবার ও তাদের ধন-সম্পদ; সকল ক্ষেত্রে। অতঃপর এসব শুধু তাদের দাওয়াতের উপর তাদের অটলতাই বৃদ্ধি করেছে। এবং তাঁদের সাথীদেরকেও তারা আরও অধিক পরিমাণে অবিচলতা ও সবরের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁদের পরে তাদের সহচরবৃন্দ ও তাদেরকে উত্তমরূপে অনুসরণকারী আল্লাহর নির্বাচিত বান্দারাও একইভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। অতঃপর আল্লাহর ওয়াদা ও মহা প্রতিদানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তারা যাবতীয় অত্যাচার ও নিপিড়নের মুখে সবর করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় “সাহায্যপ্রাপ্ত দল”-এর উপরও নেমে এসেছে নানাজাতের বিপদ-মুসীবতের ঝড়ঝাপটা, যা এর সারিগুলোকে পরিচ্ছন্ন ও আবর্জনামুক্ত করে। এতে দ্বিধাগ্রস্থরা ঝড়ে পড়ে আর সত্যবাদীরা আরও দৃঢ়পদ হয়ে ওঠে অতঃপর একসময় আসলো আমাদের এই যমানা। বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়লো জলে ও স্থলে। বহু মানুষ বেছে নিলো লাঞ্চনার জীবন, উত্তাল সমুদ্রের সামনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করলো দূর্বল সংকল্পের লোকেরা। ফলে সমকালীন তাগুতেরা অবতীর্ণ হলো ফেরাউনের ভূমিকায় এবং নানা প্রকার কুফরের দ্বার উম্মোচন করে দিলো।

আর দাওলাতুল ইসলামের সাহসী সিংহপুরুষগণ পৃথিবীর যাবতীয় তাগুতদের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং যমিন থেকে শির্ক নির্মুল হওয়া অবধি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন। তারা কাফির, মুশরিক, বিদআতী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের অপদস্থ করলেন। তারা কুফর, শির্ক ও গোমরাহির সকল বন্ধন ছিন্ন করে তাওহীদ ও ঈমানের সুপ্রভাত ডেকে আনতে লাগলেন। তারা লড়াই করতে থাকলেন, যেন আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয়। অতঃপর পরীক্ষা আসা তাদের উপর অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। তাদের পূর্বসূরীদের মতো তাদের উপরও নেমে আসতে লাগল জান-মাল ও স্বজন হারানোর পরীক্ষা। কিন্তু তারা সর্বোত্তম পূর্বসূরীর সর্বোত্তম উত্তরসূরী হওয়ার পরিচয় দিলেন। তারা দুঃখ-কষ্টে সবর করলেন এবং যুদ্ধে দৃঢ়পদ ও অটল থাকলেন। আর শত্রুরা এক জোট হয়ে তাদের উপর হামলে পড়ল।

কতই না বিস্ময়কর ছিলো তাদের এই অবিচলতা ও সবর! তাদের আকাশচুম্বি সংকল্প তাদের শরীরগুলোকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে তুলল। তাদের দেহগুলো তাদের মহান প্রাণশক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করল। অতঃপর লড়াইয়ে তাদের দেহগুলো ক্ষতবিক্ষত হলো, আর আল্লাহর রাস্তায় বন্দীত্ববরণ করে হলো অত্যাচারিত। মরুভূমির দিনের চরম উত্তাপ ও রাতের তীব্র ঠান্ডার নিচে তারা বিতাড়িত হলেন এবং ‘আঘাত করো, পালিয়ে যাও’ যুদ্ধনীতিতে

জীবনযাপন করতে লাগলেন। তাদের উপর আপতিত এসব কঠিন বিপদাপদ যদি কোন সুদৃঢ় পর্বতমালায় এসে পড়তো তবে তা নিমিষেই ধ্বসে যেতো, কিন্তু তারা তো পরজায়ের পাত্র নন যে কাবু হয়ে যাবেন! তারা অবিচলভাবে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন বর্শা ও জবান দ্বারা।

মৃত্যু কিভাবে তাদেরকে নিস্তেজ করতে পারে?! এটিই তো তাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্যগুলোর একটি। এমন মৃত্যুর আকাঙ্খা করতেন স্বয়ং তাদের নবী, তাদের আদর্শ মুহাম্মদ ﷺ। এরই সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন যাকারিয়া ও ইয়াহয়াসহ বহু আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাম। কিভাবে বন্দিত্ব ও কারাবরণ তাদের সঙ্কল্পকে দূর্বল করে দিতে পারে?! অথচ তারা আল্লাহর কিতাবে পাঠ করেন নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা এবং কিভাবে তিনি তার কারাগারকে তাওহীদের পাঠশালা ও দাওয়াহ ইলাল্লাহর স্থান বানিয়ে নিয়েছিলেন?! তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে বন্দীত্ব ও নির্বাসন কিভাবে তাদেরকে দূর্বল করে দিতে পারে, যখন তারা তাদের স্মৃতিপটে ধারণ করে রেখেছেন আল্লাহর নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী সারাহ ও মিশরের জালিম বাদশাহর মধ্যকার ঘটনা, এবং ফেরাউন-কন্যার পরিচারিকার ঘটনাসহ আরও বহু সালিহিনদের ঘটনা?!

আর কেনই বা তারা উত্তমরূপে সবর করবেন না? তাদের উপর যে পরীক্ষাগুলো আসছে, এরকম পরীক্ষা তো তাদের সর্বোত্তম পূর্বসূরীদের উপরও এসেছিলো; বরং এগুলোর চেয়েও কঠিন ছিলো সেসব পরীক্ষা। অতঃপর তারা অনুপম সবরের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন।

শত্রুরা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং মুসলিম দাবিদার মুরতাদরা কাফিরদের সাথে মিত্রতা করাও এসব পরীক্ষারই অন্তর্ভুক্ত। তবে কাফিরদের সারিতে মুরতাদদের যোগদানের বিষয়টি আরো আগে থেকেই হয়ে আসছে এবং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু সবচেয়ে কঠিনতম পরীক্ষাটি হলো মুজাহিদদের প্রতি মুসলিমদের বিশ্বাসঘাতকতা। নিশ্চয়ই এটিই মুজাহিদগণকে মর্মাহত করে এবং তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়। তারা না মুজাহিদদেরকে সাহায্য করলো, না তাদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততির দেখভাল করলো, আর না তাদের জিহ্বাকে মুজাহিদদের সমালোচনা থেকে নিবৃত্ত রাখলো। তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতাই মুজাহিদদের উপর আপতিত হওয়া সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠল, যখন তারা জানতে পারলেন যে একমাত্র মহা প্রতাপশালী আল্লাহ ব্যতীত আর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং প্রতিদান দেওয়ার মালিকও একমাত্র তিনিই। তিনি যার যা প্রাপ্য তাকে তা বুঝিয়ে দিবেন। আর আসমান-জমিনের সকল অধিবাসীই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তারা বলে উঠলেন: ‘আমাদের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট, এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।’ অতঃপর দুশমনের শত্রুতা কিংবা নিকটজনের বিশ্বাসঘাতকতা, তারা কোনোটারই পরোয়া না করে আপন গতিতে পথ চলতে থাকলেন। এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

হে তাওহীদের সৈনিকগণ, হে আক্বিদার প্রহরীবৃন্দ! কারাবন্দী, বিতাড়িত বা ময়দানে যুদ্ধরত, আপনি যে পরীক্ষার মধ্যে-ই থাকুন না কেন; দূর্বল হবেন না, ক্লান্ত হবেন না, দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহর শত্রুদের সাথে বৈরিতা ও ধৈর্যের লড়াই চালিয়ে যান। প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং জিহাদ করুন অস্ত্র ও জবানের দ্বারা। খুব শীঘ্রই আপনাদের এসব দুঃখকষ্ট ঘুচে যাবে বি-ইযনিল্লাহ; যেমনভাবে পূর্বেও এরকম বিপদাপদ ঘুচে গিয়েছে।

আর জেনে রাখুন, এই পথ অবলম্বনকারীর ভাগ্যে আল্লাহ লিখে রেখেছেন একের পর এক পরীক্ষা ও বিপদাপদ, যতক্ষণ না সে তার রবেরসাথে সাক্ষাৎ করছে। যাতে মুমিন ও মুনাফিকরা পৃথক হয়ে যায়, সারিগুলো পরিশুদ্ধ হয় এবং শাহাদাতের মর্যাদা দানের জন্য কতিপয়কে বাছাই করা যায়। কাজেই, আপনারা তেমন আচরণ করুন যেমন আচরণ আল্লাহ ভালোবাসেন; সবর ও ইহসান করুন এবং আল্লাহর রহমতের আশা রাখুন। আর বেশি বেশি পাঠ করুন: 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই (বান্দা) এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।' [اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ]....আল্লাহ ﷻ বলেন: {আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে। আর সুসংবাদ দাও ঐ সব সবরকারীদের; যাদের উপর কোন বিপদ নিপতিত হলে তারা বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই (বান্দা) এবং আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব।' তাদের উপরই তাদের রবের পক্ষ হতে সালাত ও রহমত বর্ষিত হয় এবং তারাই হিদায়েতপ্রাপ্ত।} [বাকারাহ:১৫৫-১৫৭].. সুতরাং দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, মুত্তাকীদের জন্যই শুভ পরিণতি এবং বিজয় মুমিনদেরই হবে। আর মনে রাখবেন, শুধুমাত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জন করা যায় না, বরং তা অর্জিত হয় নেক আমলের মাধ্যমে। এটিই হলো আল্লাহর ওয়াদা। এবং আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।